যায়যায়দিন

5 OCT 2009

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করছে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা -যায়যায়দিন

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ ভিসি

কুবি প্রতিনিধি

টানা ৩৩ দিন বন্ধের পর ক্যাম্পাস খোলার প্রথমদিনই আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। রোববার ভিসির পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রলীগের স্থানীয় গ্রুপ হিসেবে পরিচিত একটি অংশ ভিসির কক্ষ ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করে। এ সময় প্রশাসনিক ভবনে প্রায় চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকেন ভিসিসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পরে পুলিশের সহযোগিতায় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগের স্থানীয় গ্রুপের সমঝোতায় দুপুর ২টার দিকে তালা খুলে দেয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ক্যাম্পাসে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৩১ আগস্ট ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ৩৩ দিন বন্ধের পর গতকাল ক্যাম্পাস খোলার প্রথমদিনই সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় গ্রুপের নেতা মাছুম ও অর্ণবের নেতৃত্বে উত্তাল : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

উত্তাল : কুমিল্লা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভিসির পদত্যাগের দাবিতে মিছিল বের হয়। মিছিলটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনে ভিসির কক্ষের সামনে অবস্থান নেয়। বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ভিসির রুমে তালা লাগিয়ে 'এক দফা এক দাবি, ভিসি তুই কবে যাবি, দুর্নীতিবাজ ভিসির পদত্যাগ চাই, ভর্তি বাণিজ্য এবং নিয়োগ বাণিজ্যকারী ভিসির পদত্যাগ চাই' স্লোগান দিতে থাকে। পরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের বাইরে এসে মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ফলে আটকে পড়েন ভিসি, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রারসহ ভেতরে অবস্থানরত সব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী। দুপুর ১টার দিকে ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

ছাত্রলীগের স্থানীয় গ্রুপের নেতাকর্মীদের দাবি, ভিসি ও কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তা তাদের ফায়দা হাসিলের জন্য ছাত্রলীগ নামধারী একটি বিশেষ গ্রুপকে (শহর গ্রুপ) সহযোগিতা করে আসছে, যারা বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসের পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। ভিসি, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এম এম শরিফুল করিম সুমন, মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমজাদ হোসেন সরকার, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তোফায়েল হোসেন মজুমদারসহ কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাদের মদদ দেয়ার অভিযোগ করে ছাত্রলীগের স্থানীয় গ্রুপ।

ছাত্রলীগের স্থানীয় গ্রুপের নেতা মাছুম জানান, 'আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেমেছি। আমরা দুর্নীতিবাজ ও আতাতকারী ভিসির পদত্যাগ চাই।' অন্যথায় আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ভিসি ড. এ এইচ এম জেহাদুল করিম জানান, 'আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। একটি কুচক্রী মহল কতিপয় শিক্ষার্থীকে আমার বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে, যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক।' আগে সংঘটিত সংঘর্ষে জড়িতদের শোকজ করায় তারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এদিকে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী জাহিদুর রহমানের কক্ষের তালা ভেঙে রহস্যজনক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালে দুর্বৃত্তরা তালা ভেঙে কম্পিউটারের সিপিইউ, ইউপিএসসহ প্রায় ৬০ হাজার টাকার মালামাল লুট করেছে বলে জানা যায়। এর সঙ্গে ড্রয়ার ভেঙে বিভাগের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুট করা হয়েছে বলেও কাজী জাহিদুর রহমান জানান।